চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগ পদ্ধতি বর্ণন

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করছেন যে, ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ হচ্ছে পারমার্থিক অনুশীলনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। তিনি ধ্যানের পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন।

শ্রীউদ্ধব জানতে চেয়েছিলেন, পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য কোন্ পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ। অহৈতুকী ভগবৎ সেবার সর্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেও তিনি শ্রবণ করতে ইচ্ছা করছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে বলেছিলেন, বেদপ্রদত্ত ধর্মের মূল পদ্ধতিগুলি প্রলয়ের সময় হারিয়ে গেছে। সুতরাং নতুন সৃষ্টির শুরুতে ভগবান পুনরায় শ্রীব্রহ্মাকে তা বলেন। শ্রীব্রহ্মা মনুকে তা পুনরাবৃত্তি করেন, মনু বলেন ভৃগু আদি মুনিগণকে, আর তারপর মুনিগণ এই নিত্য ধর্ম, দেবতা এবং অসুরদের উপদেশ করেন। জীবের বহুবিধ কামনা-বাসনার জন্য বিভিন্নভাবে এই ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এইভাবে বিভিন্ন দর্শনের এবং কিছু নাস্তিক মতবাদেরও উদ্ভব হয়েছে। মায়ার দ্বারা বিমোহিত হওয়ার ফলে জীব তার নিত্যকল্যাণ কিসে হয়, তা নির্ধারণে অক্ষম। তাই ভুলক্রমে সে বিভিন্ন ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, তপস্যা ইত্যাদিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক অনুশীলন বলে মনে করে। সুখ লাভের একমাত্র যথার্থ পন্থা হচ্ছে, সমস্ত কিছু পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করার জন্য মনোনিবেশ করা। এইভাবে সে জড় ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির সমস্ত বাসনা, উপভোগ বা মুক্তি লাভ, এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়।

তারপর ভগবান, সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ ভক্তিযোগ পদ্ধতির বর্ণনা করে চললেন, যাতে অসংখ্য পাপের প্রতিক্রিয়া বিধ্বস্ত হয় আর রোমাঞ্চ আদি অনেক দিব্য সুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শুদ্ধভক্তি হৃদয়কে পবিত্র করতে পারে, তাই তা আমাদের ভগবৎ সঙ্গ লাভ করাতে সক্ষম। ভক্ত যেহেতু ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, সর্বদা তাঁর ঘনিষ্ঠ, তাই তিনি সারা ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করতে পারেন। ভক্তিযোগের প্রাথমিক স্তরের ভক্ত তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলেও তিনি কখনও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিপথে চালিত হন না। যিনি জীবনে সিদ্ধিলাভের অভিলাষী তাঁকে সমস্ত প্রকার জড় উন্নতির পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কর্তব্য তাঁর মনকে নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন করা। অন্তিমে শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে প্রকৃত ধ্যেয় বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥ ১ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **বদন্তি**—তাঁরা বলেন; **কৃষ্ণ**—প্রিয় কৃষ্ণ; **শ্রেয়াংসি**—জীবনের অগ্রগতির পদ্ধতি; **বহূনি**—বহু; **ব্রহ্মবাদিনঃ**—বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী বিদ্বান ঋষিগণ; **তেষাম্**—এইরূপ সমস্ত পদ্ধতির; **বিকল্প**—বহুবিধ অনুভূতির; **প্রাধান্যম্**—প্রাধান্য; **উত**—অথবা; **অহো**—বস্তুত; **এক**—একের; **মুখ্যতা**—মুখ্যতা।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—প্রিয় কৃষ্ণ, বৈদিক শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী বিদ্বান ঋষিগণ জীবন সার্থক করার জন্য বহুবিধ পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন। হে প্রভু, এই সমস্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমাকে বলুন, এই পদ্ধতিগুলির সবই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ না কি তাদের মধ্যে কোনও একটি সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগ বা শুদ্ধ ভগবৎ সেবার উৎকর্ষ স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য শ্রীউদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আত্মোপলব্ধির সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তা নির্দেশ করতে অনুরোধ করলেন। সমস্ত বৈদিক পদ্ধতিই সরাসরি ভগবৎ প্রেমরূপ পরম লক্ষ্যে উপনীত করে না। তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি পদ্ধতি ধীরে ধীরে জীবের চেতনাকে উন্নত করে। আত্মোপলব্ধির একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ঋষিগণ উন্নতির বিভিন্ন পন্থার আলোচনা করতে পারেন। তবে যখন সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা নির্ধারণের সময় আসে, তখন সমস্ত প্রকার গৌণ পদ্ধতিগুলিকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

শ্লোক ২

ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ ।
নিরস্য সর্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ ॥ ২ ॥

ভবতা—আপনার দ্বারা; **উদাহৃতঃ**—স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে; **স্বামিন্**—হে প্রভু; **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তিযোগ; **অনপেক্ষিতঃ**—জড় বাসনা রহিত; **নিরস্য**—দূর করে; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **সঙ্গম্**—জড় সঙ্গ; **যেন**—যার দ্বারা (ভক্তিযোগ); **ত্বয়ি**—আপনাতে; **আবিশেৎ**—প্রবেশ করতে পারে; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

হে ভগবান, ভক্ত যাতে তাঁর জীবনের সমস্ত জড় সঙ্গরহিত হয়ে, আপনাতে তাঁর মনোনিবেশ করতে পারেন, সেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের পদ্ধতি আপনি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

তাৎপর্য

এখন স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরম সত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মনকে নিবিষ্ট করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে শুদ্ধভক্তি। পরবর্তী বিষয়টি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই পন্থা কি প্রত্যেকেই অনুশীলন করতে পারে, না সেটি এক উন্নত শ্রেণীর পরমার্থবাদীদের জন্য সীমিত? বিভিন্ন পারমার্থিক পদ্ধতির আপেক্ষিক সুবিধাগুলি আলোচনা করার সময় আমাদেরকে পারমার্থিক জীবনের লক্ষ্য অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে, আর তখনই যে পদ্ধতি আমাদের এই লক্ষ্যে উপনীত করবে তা বেছে নিতে হবে। এই পন্থার প্রাথমিক এবং পরবর্তী পর্যায়গুলি অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে। যে পন্থা আমাদের সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রদান করে তা হচ্ছে মুখ্য। যে পন্থা কেবল মুখ্য পন্থাকে সহায়তা করে বা এগিয়ে দেয়, তা হচ্ছে গৌণ। মন হচ্ছে সর্বাপেক্ষা চঞ্চল এবং অস্থির, সুতরাং আমাদেরকে যথার্থ বুদ্ধি দিয়ে জীবনের একটি প্রগতির পথে নিয়োজিত হতে হবে। এইভাবে আমরা এই জীবনেই পরম সত্যে উপনীত হতে পারি। শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনের এটিই হচ্ছে প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসঞ্জিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **নষ্টা**—হারিয়ে গেছে; **প্রলয়ে**—প্রলয়কালে; **বাণী**—বাণী; **ইয়ম্**—এই; **বেদ-সঞ্জিতা**—বেদাদিসহ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আদৌ**—সৃষ্টির সময়ে; **ব্রহ্মণে**—শ্রীব্রহ্মাকে; **প্রোক্তা**—উক্ত; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **যস্যাম্**—যাতে; **মৎ-আত্মকঃ**—আমার মতো।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—কালের প্রভাবে, প্রলয়কালে বৈদিক জ্ঞানের দিব্য বাণী হারিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যখন পরবর্তী সৃষ্টি হয়েছিল, তখন আমি ব্রহ্মার নিকট বেদের জ্ঞান প্রদান করি, কেননা আমিই বেদে ঘোষিত ধর্মনীতি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবের নিকট ব্যাখ্যা করলেন যে, যদিও বেদে আত্মোপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা ও ধারণার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সর্বোপরি বেদ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি অনুমোদন করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস; তাঁর ভক্তরা সরাসরি তাঁর হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তিতে প্রবেশ করেন। যে কোনও প্রকারে আমাদের মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করতে হবে, আর, তা ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে আকর্ষণ অর্জন করেনি, তার পক্ষে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিকৃষ্ট বৃত্তি থেকে বিরত করা সম্ভব নয়। বেদের অন্যান্য পন্থাগুলি যেহেতু অনুশীলনকারীকে বাস্তবে কৃষ্ণকে প্রদান করে না, তাই তারা জীবনের পরম কল্যাণ সাধনে অক্ষম। বেদের দিব্য বাণী হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রমাণ, কিন্তু যার ইন্দ্রিয় এবং মন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আর জল্পনা-কল্পনায় রত, যার হৃদয় জড় কলুষে আবৃত, সে প্রত্যক্ষভাবে বেদের দিব্যবাণী গ্রহণ করতে পারে না। তাই তারা ভগবদ্ভক্তির উৎকর্ষের প্রশংসা করতেও পারে না।

শ্লোক ৪

তেন প্রোক্তা স্ব পুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা ।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥ ৪ ॥

তেন—ব্রহ্মার দ্বারা; **প্রোক্তা**—উক্ত; **স্ব পুত্রায়**—তাঁর পুত্রকে; **মনবে**—মনুকে; **পূর্ব-জায়**—জ্যেষ্ঠতমকে; **সা**—সেই বৈদিক জ্ঞান; **ততঃ**—মনু থেকে; **ভৃগু-আদয়ঃ**—ভৃগু আদি মুনিগণ; **অগৃহ্ণন্**—গ্রহণ করেছিলেন; **সপ্ত**—সাত; **ব্রহ্ম**—বৈদিক শাস্ত্রে; **মহা-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বেদের এই জ্ঞান প্রথমে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে বলেন, এবং ভৃগু আদি সপ্ত মহর্ষিগণ সেই একই জ্ঞান মনুর নিকট থেকে গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

নিজ নিজ প্রকৃতি এবং প্রবণতা অনুসারে প্রত্যেকেই তার জীবনের পথ অবলম্বন করে। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে যাঁর স্বভাব সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়েছে, তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক কার্য হচ্ছে ভক্তিযোগ। যাদের স্বভাব জড়া প্রকৃতির গুণ দ্বারা প্রভাবিত, অন্যান্য পন্থাগুলি হচ্ছে তাদের জন্য। এইভাবে এই সকল পন্থা ও তার ফল সবই জড়ের দ্বারা কলুষিত। ভক্তিযোগ হচ্ছে শুদ্ধ পারমার্থিক পদ্ধতি। শুদ্ধ চেতনায় তা পালন করলে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে

পারি। সেই জন্য *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) ভগবান নিজেকে *পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্* বলে বর্ণনা করেছেন। এই শ্লোক এবং পূর্ব শ্লোকে গুরুপরম্পরার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে গুরুদেবগণ এই গুরু পরম্পরার অংশ, আর তাঁদের মাধ্যমে ব্রহ্মা যে জ্ঞান মনুকে প্রদান করেছিলেন তা এখনও লাভ করা যায়।

শ্লোক ৫-৭

তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥ ৫ ॥
কিন্দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ ॥ ৬ ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা ।
যথাপ্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ॥ ৭ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের থেকে (ভৃগুআদি মুনিগণ); **পিতৃভ্যঃ**—পিতৃপুরুষগণ থেকে; **তৎ**—তাঁদের; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ, বংশধরগণ; **দেব**—দেবতাগণ; **দানব**—দানব; **গুহ্যকাঃ**—গুহ্যকগণ; **মনুষ্যাঃ**—মনুষ্যগণ; **সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ**—সিদ্ধ এবং গন্ধর্বগণ; **সবিদ্যাধরচারণাঃ**—বিদ্যাধর এবং চারণগণসহ; **কিন্দেবাঃ**—ভিন্ন প্রজাতির মানুষ; **কিন্নরাঃ**—অর্ধমনুষ্য; **নাগাঃ**—নাগগণ; **রক্ষঃ**—দানবেরা; **কিম্পুরুষ**—উন্নত মানের বানর; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **বহ্ব্যঃ**—বিভিন্ন; **তেষাম্**—এইসব জীবেদের; **প্রকৃতয়ঃ**—বাসনা বা স্বভাব; **রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-ভুবঃ**—প্রকৃতির ত্রিগুণজাত; **যাভিঃ**—এইরূপ জড় বাসনা বা প্রবণতার দ্বারা; **ভূতানি**—এই সমস্ত জীবেরা; **ভিদ্যন্তে**—বহু জড়রূপে বিভক্ত দেখায়; **ভূতানাম্**—এবং তাদের; **পতয়ঃ**—নেতাগণ; **তথা**—একইভাবে বিভক্ত; **যথা-প্রকৃতি**—প্রবণতা বা বাসনা অনুসারে; **সর্বেষাম্**—তাদের সকলের; **চিত্রাঃ**—বিচিত্র; **বাচঃ**—বৈদিক অনুষ্ঠান ও মন্ত্র; **স্রবন্তি**—নিম্নে প্রবাহিত হয়; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মার পুত্র ভৃগু আদি পিতৃপুরুষগণ এবং অন্যান্য সন্তানাদি থেকে বহু বংশধর আবির্ভূত হন। তাঁরা দেবতা, দানব, মনুষ্য, গুহ্যক, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্দেব, কিন্নর, নাগ, কিম্পুরুষ—প্রভৃতি বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেন। এই সমস্ত মহাজাগতিক প্রজাতি ও তাঁদের নেতৃবৃন্দ, জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে বিভিন্ন স্বভাব এবং বাসনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীব থাকায় বহু প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান, মন্ত্র এবং তার ফলও রয়েছে।

তাৎপর্য

বেদে বিভিন্ন প্রকারের পূজা পদ্ধতি এবং অগ্রগতির অনুমোদন কেন করা হয়েছে—কেউ যদি জানতে আগ্রহী থাকেন, তবে তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু এঁরা হচ্ছেন সাতজন ব্রহ্মর্ষি, এই ব্রহ্মাণ্ডের পিতৃপুরুষ। কিন্দেবরা হচ্ছেন এক ধরনের মানুষ। এঁরা দেবতাদের মতো, কখনও ক্লান্ত হননা, তাঁদের শরীরে ঘাম বা দুর্গন্ধ থাকে না। তাঁদের দেখে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হবে, *কিংদেবাঃ*, "এঁরা কি দেবতা?" বাস্তবে, এঁরা মানুষই, এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনও লোকে থাকেন। কিন্নরদের এমন বলা হয়, কারণ এরা *কিঞ্চিন্ নরাঃ* বা "একটুখানি মানুষের মতো।" কিন্নরদের, হয় মানুষের মাথা রয়েছে অথবা মানুষের শরীর, (দুটিই নয়) উভয়ের মিলনে একটি অমানুষ রূপ। কিমপুরুষদের এইরূপ বলা হয়, কারণ এরা দেখতে মানুষের মতো, তা প্রশ্নের উদ্রেক করে *কিংপুরুষাঃ* ঃ "এরা কি মানুষ?" বাস্তবে, এরা এক ধরনের বাঁদর, এরা মানুষের মতোই প্রায়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন, এই শ্লোকে ভগবৎ বিস্মৃতির বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। সারা জগতে বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিমান জীবদের জন্য বিভিন্ন প্রকার বৈদিক মন্ত্র এবং আনুষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু বৈদিক সূত্রাদির এই বিস্তার কেবল বৈচিত্র্যময় জাগতিক মায়াকেই বোঝায়, এগুলি অন্তিম উদ্দেশ্য নয়। বহুবিধ বৈদিক বিধানের অন্তিম উদ্দেশ্য একটিই—পরমেশ্বর ভগবানকে জানা আর তাঁকে ভালবাসা। ভগবান নিজেই এখানে শ্রীউদ্ধবকে সেই বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করছেন।

শ্লোক ৮

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্ ।
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রকৃতি**—স্বভাবের বা বাসনার; **বৈচিত্র্যাৎ**—বৈচিত্র্যহেতু; **ভিদ্যন্তে**—বিভক্ত; **মতয়ঃ**—জীবনদর্শন; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণের মধ্যে; **পারম্পর্যেণ**—প্রথায় বা গুরুপরম্পরায়; **কেষাঞ্চিৎ**—কিছু কিছু লোকের মধ্যে; **পাষণ্ড**—নাস্তিক; **মতয়ঃ**—দর্শনসমূহ; **অপরে**—অন্যান্য।

অনুবাদ

এইভাবে মানুষের বহুবিধ বাসনা ও স্বভাব থাকার ফলে বহুবিধ আস্তিক জীবন দর্শন রয়েছে। সেগুলি ঐতিহ্য হিসাবে, নিয়ম অনুসারে এবং গুরুপরম্পরার ধারায়

চলে আসছে। অন্যান্য শিক্ষকগণ রয়েছেন, যাঁরা নাস্তিক্যবাদের দর্শনকেই প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেন।

তাৎপর্য

কেষাঞ্চিৎ শব্দটি দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অজ্ঞ, অননুমোদিত এবং সর্বোপরি নিষ্ফল জীবন দর্শন সৃষ্টিকারী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের বোঝানো হয়েছে। *পাষণ্ড মতয়ঃ* বলতে যারা প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তাদের বোঝায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এ বিষয়ে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। গঙ্গার জল সর্বদাই শুদ্ধ এবং বড়ই মধুর। সেই মহানদী গঙ্গার তীরে, অনেক প্রকার বিষবৃক্ষও থাকে। সেই বৃক্ষের মূলগুলি মাটি থেকে গঙ্গার জল পান করে, তাদের বিষাক্ত ফল উৎপাদন করার জন্য। তেমনই, যারা নাস্তিক অসুর, তারা বৈদিক জ্ঞানের সংস্পর্শকে নাস্তিক বা জড়বাদী দর্শনরূপ বিষাক্ত ফল উৎপাদনে উপযোগ করে।

শ্লোক ৯

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি ॥ ৯ ॥

মৎ-মায়া—আমার মায়াশক্তির দ্বারা; **মোহিত**—বিভ্রান্ত; **ধিয়ঃ**—যাদের বুদ্ধি; **পুরুষাঃ**—মানুষ; **পুরুষ-ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; **শ্রেয়ঃ**—মানুষের জন্য যা শ্রেয়; **বদন্তি**—বলেন; **অনেক-অন্তম্**—অসংখ্যভাবে; **যথা-কর্ম**—তাদের কর্ম অনুসারে; **যথা-রুচি**—তাদের রুচি অনুসারে।

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার মায়া শক্তির দ্বারা মানুষের বুদ্ধি বিমোহিত হলে তাদের নিজেদের কার্যকলাপ এবং খেয়াল মতো জনকল্যাণের জন্য তারা বহুভাবে মত ব্যক্ত করে।

তাৎপর্য

স্বতন্ত্র জীব পরমেশ্বর ভগবানের মতো সর্বজ্ঞ নয়, সুতরাং তাদের কার্যকলাপ ও আনন্দ, পূর্ণ সত্যের অভিব্যক্তি নয়। তাদের নিজ নিজ কর্ম (যথা-কর্ম) এবং ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে (যথা রুচি), একে অন্যের কল্যাণের জন্য কথা বলে থাকে। প্রত্যেকেই ভাবে, "আমার জন্য যা ভাল প্রত্যেকের জন্যই তা ভাল হবে।" আসলে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের নিত্য এবং আনন্দময় স্বরূপ উপলব্ধি করাই প্রত্যেকের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। পরম তত্ত্বজ্ঞান রহিত বহু

তথাকথিত বিদ্বান ব্যক্তি, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানহীন খামখেয়ালী মানুষদেরকে খেয়ালখুশি মতো উপদেশ প্রদান করে।

শ্লোক ১০

ধর্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্ ।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্যং ত্যাগভোজনম্ ।
কেচিদ্ যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্ ॥ ১০ ॥

ধর্মম্—পুণ্যকর্ম; **একে**—কিছুলোক; **যশঃ**—খ্যাতি; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যেরা; **কামম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **দমম্**—আত্মসংযম; **শমম্**—শান্তিপ্রিয়তা; **অন্যে**—অন্যেরা; **বদন্তি**—প্রস্তাব দেন; **স্ব-অর্থম্**—স্বার্থ; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য বা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি; **ত্যাগ**—ত্যাগ; **ভোজনম্**—ভোজন; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **তপঃ**—তপস্যা; **দানম্**—দান; **ব্রতানি**—ব্রত গ্রহণ করা; **নিয়মান্**—নিয়মিত ধর্মীয় কর্তব্য; **যমান্**—কঠোর বিধিনিয়ম।

অনুবাদ

কেউ কেউ বলেন যে, ধর্মীয় পুণ্যকর্মের মাধ্যমে মানুষ সুখী হবে। অন্যেরা বলেন, যশ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, সত্যবাদিতা, আত্ম-সংযম, শান্তি, স্বার্থসিদ্ধি, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, উপভোগ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, নিয়মিত কর্তব্য বা কঠোর বিধিনিয়ম পালন করলে সুখ লাভ হয়। প্রতিটি পদ্ধতির প্রবক্তা রয়েছেন।

তাৎপর্য

ধর্মম্ একে বলতে কর্ম মীমাংসক নামক নাস্তিক দার্শনিকদের বোঝায়। যাঁরা বলেন, যে ভগবদ্ রাজ্য কেউ কখনও দেখেনি, কেউ সেখান থেকে ফেরেনি, সেই ভগবদ্ রাজ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়; বরং দক্ষতার সঙ্গে কর্মের নিয়মগুলিকে উপযোগ করে, এমনভাবে সকাম কর্ম সম্পাদন করতে হবে, যাতে আমরা সর্বদা ভাল থাকব। যশের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ কোনও মানুষের যশগাথা পুণ্য লোকে গীত হয়, ততদিন তিনি জাগতিক স্বর্গলোকে হাজার হাজার বৎসর বসবাস করবেন। *কামম্* বলতে, কাম সূত্রের মতো বৈদিক সাহিত্য এবং যৌনসুখ উপভোগের জন্য উপদেশমূলক যে লক্ষ লক্ষ আধুনিক গ্রন্থ রয়েছে সেগুলিকে বোঝায়। কেউ কেউ বলে, সততা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম; অন্যেরা বলেন, আত্মসংযম, মনের শান্তি এগুলিই ধর্ম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার প্রবক্তা এবং "শাস্ত্র" রয়েছে। অন্যেরা বলেন, আইন, আদেশ এবং আদর্শবোধ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মনুষ্য জীবনে রাজনৈতিক প্রতিপত্তিই প্রকৃত স্বার্থ।

কেউ কেউ বলেন, গরীবদের মধ্যে আমাদের জাগতিক সম্পদ বিতরণ করা উচিত, অন্যেরা বলেন, যতদূর সম্ভব আমাদের এই জীবন উপভোগ করা দরকার, আর কেউ বলেন, প্রাত্যহিক কৃত্য, সংযমমূলক ব্রত, তপস্যা এগুলিই করণীয়।

শ্লোক ১১

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ ॥ ১১ ॥

আদি-অন্ত-বন্তঃ—যার আদি এবং অন্ত রয়েছে; **এব**—নিঃসন্দেহে; **এষাম্**—তাদের (জড়বাদীরা); **লোকাঃ**—প্রাপ্তগতি; **কর্ম**—জাগতিক কর্মের দ্বারা; **বিনির্মিতাঃ**—উৎপন্ন; **দুঃখ**—দুঃখ; **উদর্কাঃ**—ভাবী ফল রূপে আনয়ন; **তমঃ**—অজ্ঞতা; **নিষ্ঠাঃ**—অবস্থিত; **ক্ষুদ্রাঃ**—ক্ষুদ্র; **মন্দাঃ**—ঘৃণ্য; **শুচা**—অনুশোচনা; **অর্পিতাঃ**—পূর্ণ।

অনুবাদ

যে সমস্ত লোকের কথা আমি এইমাত্র বললাম, তারা তাদের জাগতিক কর্মের ক্ষণস্থায়ী ফল লাভ করে। বাস্তবে, তারা যে ক্ষুদ্র এবং দুঃখদায়ক অবস্থা লাভ করে, তা ভবিষ্যতে তাদের আরও দুঃখ উৎপাদন করে, এ সবই হচ্ছে অজ্ঞতার ফল। এমনকি, তারা যখন তাদের কর্মের ফল উপভোগ করে, তখনও তাদের জীবন অনুশোচনায় পূর্ণ থাকে।

তাৎপর্য

যারা ক্ষণস্থায়ী জাগতিক বস্তুকে ভুলক্রমে পরম সত্য বলে আঁকড়ে ধরে, তারা নিজেরা ছাড়া কেউই তাদেরকে তেমন বুদ্ধিমান বলে মনে করেন না। এই ধরনের মূর্খ লোকেরা সর্বদা উদ্বেগে পূর্ণ, কেননা তাদের কর্মের ফলটিই প্রকৃতির নিয়মে প্রতিনিয়ত পরিবর্তীত হতে থাকে, যে পরিবর্তন তারা কামনাও করে না বা প্রত্যাশাও করে না। বৈদিক অনুষ্ঠানকারী নিজেকে স্বর্গে উন্নীত করতে পারেন, পক্ষান্তরে নাস্তিকের সুযোগ রয়েছে, সে নিজেকে নরকে স্থানান্তরিত করতে পারে। বহু অবস্থা ও বহু দৃশ্য সমন্বিত জাগতিক ব্যাপারটিই মনোরম নয়, তা নিরানন্দময় (মন্দাঃ)। এই জড়জগতে আমরা কোনই যথার্থ অগ্রগতি লাভ করতে পারি না। তাই আমাদের উচিত কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

শ্লোক ১২

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥ ১২ ॥

ময়ি—আমাতে; **অর্পিত**—নিবিষ্ট; **আত্মনঃ**—যার চেতনা; **সভ্য**—হে বিদ্বান উদ্ধব; **নিরপেক্ষস্য**—জড় বাসনা রহিত ব্যক্তির; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **আত্মনা**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে বা নিজের চিন্ময় শরীর দিয়ে; **সুখম্**—সুখ; **যৎ তৎ**—এইরূপ; **কুতঃ**—কিভাবে; **স্যাৎ**—হতে পারে; **বিষয়**—জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে; **আত্মনাম্**—আসক্ত ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

হে বিদ্বান উদ্ধব, সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করে যারা তাদের চেতনা আমাতে নিবিষ্ট করেছে, তারা আমার সঙ্গে এমন এক আনন্দ উপভোগ করে, যা জড় ইন্দ্রিয়ভোগীরা কখনও অনুভব করতে পারবে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *বিষয়াত্মনাম্* বলতে, যাঁরা জাগতিকভাবে মনের শান্তি, আত্মসংযম, মনগড়া দর্শন ইত্যাদি অনুশীলন করেন তাঁদের বোঝাচ্ছে। এই সমস্ত লোকেরা এমনকি সত্ত্বগুণের স্তরে উপনীত হলেও, তাঁরা সিদ্ধ হতে পারেন না, কেননা সত্ত্বগুণও জাগতিক, আর তা মায়ারই একটি অংশ। শ্রীনারদমুনি বলেছেন—

কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাস-স্বাধ্যায়য়োরপি ।
কিংবা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্ম-প্রদো হরিঃ ॥

"যে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চরমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে না, তা সে যোগাভ্যাস হোক, সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন হোক, কঠোর তপস্যা হোক, সন্ন্যাস গ্রহণ হোক অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন হোক, তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। এগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু তা যদি ভগবান শ্রীহরিকে জানতে সাহায্য না করে, তা হলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/৩১/১২)

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে ভগবদ্ভক্ত তাঁর চিন্ময় দেহে, ভগবানের পরম দিব্য রূপের সঙ্গ লাভ করে যে আনন্দ অনুভব করেন, তারই কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। ভগবানের দিব্যরূপ অনন্ত অপূর্ব গুণাবলীতে পূর্ণ আর তাঁর সঙ্গ লাভের আনন্দও অসীম। দুর্ভাগ্যক্রমে, জাগতিক লোকেদের পক্ষে এই ধরনের সুখের কল্পনা করাও অসম্ভব, কেননা তারা পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসতে মোটেই আগ্রহী নয়।

শ্লোক ১৩

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বা সুখময়া দিশঃ ॥ ১৩ ॥

অকিঞ্চনস্য—যিনি কোন কিছুই কামনা করেন না; **দান্তস্য**—যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত; **শান্তস্য**—শান্ত; **সম-চেতসঃ**—সমচিত্ত; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **সন্তুষ্ট**—সন্তুষ্ট; **মনসঃ**—যাঁর মন; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **সুখময়াঃ**—সুখপূর্ণ; **দিশঃ**—দিক্‌সমূহ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি এই জগতের কোন কিছুই কামনা করেন না, যিনি সংযতেন্দ্রিয় হওয়ার ফলে শান্ত, যিনি সর্বাবস্থায় সমচিত্ত এবং যার মন আমাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, তিনি সর্বাবস্থায় সুখ অনুভব করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন কৃষ্ণভক্ত সর্বদা ভগবৎলীলার দিব্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অনুভব করেন। যাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয় ভগবৎচিন্তায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত, তাঁদের এই সমস্ত দিব্য অনুভূতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ ব্যক্তি যেখানেই যান, কেবলই সুখলাভ করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, যখন কোনও ধনী ব্যক্তি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণে যান, প্রতিটি স্থানে তিনি একই ধরনের বিলাসবহুল আরামদায়ক পরিবেশ উপভোগ করেন। তেমনই, যিনি কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়েছেন, তিনি কখনও সুখ থেকে বঞ্চিত হন না। কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপ্ত। *কিঞ্চন* বলতে বোঝায় এই জগতের তথাকথিত ভোগ্যবস্তু। যিনি *অকিঞ্চন* তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন যে, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হচ্ছে মায়ার চমক্ মাত্র। সুতরাং, এইরূপ ব্যক্তি হচ্ছেন *দান্তস্য* বা সংযতাত্মা, *শান্তস্য* অর্থাৎ তিনি শান্ত, আর *ময়া সন্তুষ্ট মনসঃ* বা যিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অনুভূতির ফলে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১৪

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১৪ ॥

ন—না; পারমেষ্ঠ্যম্—ব্রহ্মার পদ বা ধাম; ন—কখনোই না; মহা-ইন্দ্র-ধিষ্ণ্যম্—ইন্দ্রপদ; ন—নয়; সার্বভৌমম্—বিশ্বসম্রাট; ন—নয়; রস-আধিপত্যম্—নিম্নলোক সমূহের উপর আধিপত্য; ন—কখনোই না; যোগসিদ্ধীঃ—অষ্টসিদ্ধি; অপুনঃ-ভবম্—মুক্তি; বা—অথবা; ময়ি—আমাতে; অর্পিত—নিবিষ্ট; আত্মা—চেতনা; ইচ্ছতি—কামনা করেন; মৎ—আমাকে; বিনা—ব্যতিরেকে; অন্যৎ—অন্য কিছু।

অনুবাদ

যার চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট হয়েছে, সে ব্রহ্মার পদ বা ধাম, ইন্দ্রপদ, বিশ্বসম্রাট, নিম্ন লোক সমূহের উপর আধিপত্য, অষ্টসিদ্ধি বা জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্তি, এসবের কোনটিই চায় না। এইরূপ ব্যক্তি কেবল আমাকেই চায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অকিঞ্চন* শুদ্ধভক্ত কিরূপ হন, তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহারাজ প্রিয়ব্রত হচ্ছেন সেই ধরনের মহান ভক্ত যিনি জগৎসম্রাট হতেও আগ্রহী ছিলেন না, কেননা তাঁর মন ভগবৎ পাদপদ্মের প্রতি প্রেমে সম্পূর্ণ মগ্ন ছিল। ভগবানের শুদ্ধভক্তের নিকট জড় জাগতিক সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তুও অত্যন্ত নগণ্য ও অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়।

শ্লোক ১৫

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১৫ ॥

ন—না; তথা—তদ্রূপ; মে—আমাকে; প্রিয়-তমঃ—প্রিয়তম; আত্মযোনিঃ—শ্রীব্রহ্মা, যে আমার দেহ থেকে জাত; ন—নয়; শঙ্করঃ—শ্রীমহাদেব; ন—না; চ—এবং; সঙ্কর্ষণঃ—আমার প্রত্যক্ষ প্রকাশ শ্রীসংকর্ষণ; ন—না; শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; ন—না; এব—নিশ্চিতরূপে; আত্মা—বিগ্রহরূপী আমি নিজে; চ—এবং; যথা—যেমনটি; ভবান্—তুমি।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমার নিকট শ্রীব্রহ্মা, শ্রীমহাদেব, শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীলক্ষ্মী, এমনকি আমি নিজেও তোমার সমান প্রিয় নই।

তাৎপর্য

শ্রীভগবান পূর্বশ্লোকগুলিতে তাঁর প্রতি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের ঐকান্তিক প্রেমের বর্ণনা করেছেন, আর এখন তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি তাঁর নিজের ভালবাসার কথা বর্ণনা করছেন। *আত্মযোনি* বলতে শ্রীব্রহ্মাকে বোঝায়, কেননা শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের

দিব্যশরীর থেকে প্রত্যক্ষভাবে উৎপন্ন হয়েছেন। শ্রীমহাদেব শ্রীভগবানের প্রতি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান করার মাধ্যমে তাঁকে আনন্দ প্রদান করেন, এবং শ্রীসংকর্ষণ বা বলরাম হচ্ছেন কৃষ্ণলীলায় ভগবানের ভ্রাতা। শ্রীলক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন ভগবানের সহধর্মিণী, এবং এখানে আত্ম বলতে তাঁর শ্রীবিগ্রহরূপে তাঁকেই বোঝাচ্ছে। এই সমস্ত ব্যক্তিগণ, এমনকি ভগবান নিজেকেও ততটা প্রিয় বলে মনে করেন না, যতটা তিনি তাঁর অকিঞ্চন শুদ্ধ ভক্ত উদ্ধবকে ভালবাসেন। শ্রীল মধ্বাচার্য বৈদিক শাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন যে, যেমন কোন ভদ্রলোক দরিদ্র ভিখারিকে দান করার জন্য সময় সময় তাঁর নিজের স্বার্থ, এমনকি তাঁর সন্তানাদির স্বার্থেরও অপেক্ষা করেন না। তদ্রূপ ভগবান তাঁর ওপর নির্ভরশীল অসহায় ভক্তের প্রতি বেশি কৃপাপরবশ হন। ভগবৎকৃপা লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভগবানের অহৈতুকী প্রেম। ঠিক যেমন সাধারণ পিতামাতা তাঁদের সক্ষম সাবালক সন্তানদের অপেক্ষা তাঁদের অসহায় সন্তানদের বিষয়ে অধিক যত্নপরায়ণ থাকেন, তেমনই ভগবান তাঁর উপর সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল অসহায় ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রেমময়। এইভাবে কেউ যদি জাগতিকভাবে কম যোগ্যতা সম্পন্নও হন, অন্য কোনও দিকে আগ্রহ প্রকাশ না করে, শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চিতরূপে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করবেন।

শ্লোক ১৬

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্ ।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ ॥ ১৬ ॥

নিরপেক্ষম্—ব্যক্তিগত বাসনারহিত; **মুনিম্**—আমার লীলায় সহায়তা করার জন্য সর্বদা চিন্তাশীল; **শান্তম্**—শান্ত; **নির্বৈরম্**—কারো প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নন; **সমদর্শনম্**—সর্বত্র সমচিত্ত; **অনুব্রজামি**—অনুসরণ করি; **অহম্**—আমি; **নিত্যম্**—সর্বদা; **পূয়েয়**—আমি শুদ্ধ হতে পারি (আমার মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ড আমি শুদ্ধ করব); **ইতি**—এইভাবে; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্মের; **রেণুভিঃ**—ধূলির দ্বারা।

অনুবাদ

আমার মধ্যে অবস্থিত জড় জগতসমূহকে আমি আমার ভক্তপদরেণু দ্বারা পবিত্র করতে চাই। এইভাবে ব্যক্তিগত বাসনা রহিত, সর্বদা আমার লীলা স্মরণে মগ্ন, শান্ত, নির্বৈর এবং সর্বত্র সমদর্শী শুদ্ধভক্তের পদাঙ্ক আমি সর্বদা অনুসরণ করি।

তাৎপর্য

ভক্ত যেমন সর্বদা ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, ঠিক তেমনই ভক্ত বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ভগবানের শুদ্ধ সেবক সর্বদা

ভগবানের লীলা স্মরণ করেন, আর চিন্তা করেন কিভাবে তিনি ভগবানের মনোভিষ্ট পূরণের জন্য সহায়তা করবেন। সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি শ্রীকৃষ্ণের বিরাট-রূপের মধ্যে অবস্থিত, যা তিনি অর্জুন, মা যশোদা এবং অন্যান্যদের দর্শন করিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁর মধ্যে অশুদ্ধতার কোনও প্রশ্নই নেই। তা সত্ত্বেও শ্রীভগবান তাঁর মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তাঁর শুদ্ধভক্তের চরণ ধূলি দিয়ে শুদ্ধ করতে চান। ভক্তপদরেণু ব্যতীত ভগবৎসেবায় রত হওয়া বা দিব্য আনন্দ অনুভব করা কোনটিই সম্ভব নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভেবেছিলেন, "আমার ভক্তের পাদপদ্মের রেণু সম্ভূত ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল আমার দিব্য আনন্দ অনুভব করা যায়, এই কঠোর নিয়ম আমিই প্রবর্তন করেছি। আমি যেহেতু সেই আনন্দ উপভোগ করতে চাই, তাই আমিও যথাযথ পন্থা অবলম্বন করে ভক্তের পদধূলি গ্রহণ করব।" শ্রীল মধ্বাচার্য বলছেন যে, ভক্তদের শুদ্ধ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ভগবান যখন তাঁর শুদ্ধ ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন তখন ভগবানের চরণ থেকে উত্থিত ধূলিকণা বায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হয়ে ভক্তের সামনে চলে আসে, আর সেই দিব্য ধূলিকণার সংস্পর্শে এসে ভক্ত শুদ্ধ হয়ে যান। ভগবানের এই সমস্ত দিব্যলীলার ব্যাপারে আমরা যেন মূর্খের মতো জাগতিক তর্কের মধ্যে না যাই। এটি হচ্ছে ভগবান আর তাঁর ভক্তের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক মাত্র।

শ্লোক ১৭

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম ॥ ১৭ ॥

নিষ্কিঞ্চনাঃ—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা রহিত; **ময়ি**—আমাতে, পরমেশ্বর ভগবানে; **অনুরক্ত-চেতসঃ**—অনুরক্তচিত্ত; **শান্তাঃ**—শান্ত; **মহান্তঃ**—মিথ্যা অহঙ্কার রহিত মহাত্মা; **অখিল**—সকলকে; **জীব**—জীব; **বৎসলাঃ**—স্নেহ পরায়ণ শুভাকাঙ্ক্ষী; **কামৈঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সুযোগের দ্বারা; **অনালব্ধ**—স্পৃষ্ট বা প্রভাবিত না হয়ে; **ধিয়ঃ**—যার চেতনা; **জুষন্তি**—অভিজ্ঞতা লাভ করে; **তে**—তারা; **যৎ**—যা; **নৈরপেক্ষ্যম্**—সম্পূর্ণ বৈরাগ্যের দ্বারা লব্ধ; **ন বিদুঃ**—তারা জানে না; **সুখম্**—সুখ; **মম**—আমার।

অনুবাদ

যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছা রহিত, যাদের মন আমাতে সর্বদা আসক্ত, যারা শান্ত, মিথ্যা অহংকারশূন্য, সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ, যাদের মন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুযোগের দ্বারা প্রভাবিত নয়—এইরূপ ব্যক্তি আমার মধ্যে যে আনন্দ অনুভব করে থাকে, তা জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্যের অভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা জানা বা লাভ করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় রত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। তাই তাঁরা জড় আনন্দ থেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, আর তাঁরা মুক্তি কামনাও করেন না। অন্যান্য সকলের যেহেতু কিছু ব্যক্তিগত বাসনা থাকে, তারা এইরূপ আনন্দ অনুভব করতে পারে না। শুদ্ধভক্ত সকলকে কৃষ্ণভাবনাময় সুখ প্রদান করতে চান, তাই তাঁদের বলা হয় *মহাত্মা* বা মহাত্মা। ভক্তের ভগবৎসেবার সুবাদে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অনেক সুযোগ আসে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত এসবের প্রতি লুব্ধ বা আকৃষ্ট হন না, আর তাই তিনি তাঁর দিব্য উন্নত পদ থেকে পতিত হন না।

শ্লোক ১৮

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ ১৮ ॥

বাধ্যমানঃ—হয়রান হয়ে; **অপি**—যদিও; **মৎ-ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **বিষয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দ্বারা; **অজিত**—অজিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **প্রায়ঃ**—সাধারণতঃ; **প্রগল্‌ভয়া**—কার্যকারী এবং শক্তিশালী; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **বিষয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দ্বারা; **ন**—না; **অভিভূয়তে**—পরাজিত।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমার ভক্ত যদি পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় জয় করতে সক্ষম না হয়, সে হয়তো জড় বাসনার দ্বারা উত্যক্ত হবে। কিন্তু আমার প্রতি তার ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দ্বারা পরাস্ত হবে না।

তাৎপর্য

অভিভূয়তে বলতে, জড় জগতে পতন এবং মায়ার দ্বারা পরাস্ত হওয়াকে বোঝায়। ভক্ত হয়তো পূর্ণমাত্রায় জিতেন্দ্রিয় হতে পারেননি, তা সত্ত্বেও তাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে তিনি ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি নেন না। *প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা* বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁর যথেষ্ট ভক্তি রয়েছে

তাঁকে বোঝায়, যে ব্যক্তি পাপ কর্ম করে আর হরিনাম করে তার প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে চায়, এমন মানুষ নয়। পূর্বের খারাপ অভ্যাস বা অপরিপক্কতার জন্য একজন নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তও হয়তো দেহাত্মবুদ্ধির আকর্ষণের দ্বারা হয়রান হতে পারেন, তবুও তাঁর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি কাজ করবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নের উদাহরণগুলি প্রদান করেছেন। কোনও মহান যোদ্ধা তাঁর শত্রুর অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সাহস ও শক্তির জন্য তিনি হত বা পরাস্ত হন না। তিনি আঘাত সহ্য করেন আর জয়ের পথে এগিয়ে চলেন। তেমনই কেউ হয়তো কঠিন ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি যথাযথ ঔষধ গ্রহণ করেন, তবে তিনি সত্বর সুস্থ হয়ে উঠবেন।

যাঁরা নির্বিশেষবাদ এবং শুষ্ক জ্ঞানের মাধ্যমে তপস্যার পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁরা যদি তাঁদের পথ থেকে কিছু মাত্রও বিচ্যুত হন, তবে তাঁদের পতন হয়। ভক্ত অবশ্য অপক্ক হলেও ভক্তিযোগের পথ থেকে পতিত হন না। যদি তিনি সাময়িকভাবে দুর্বলতা প্রদর্শনও করেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর দৃঢ় ভক্তি থাকলে তাঁকে ভক্ত বলেই গণ্য করতে হবে। যেমন ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) বলেছেন—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাঁকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।"

শ্লোক ১৯

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৯ ॥

যথা—যেমন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **সুসমৃদ্ধ**—জ্বলন্ত; **অর্চিঃ**—যার শিখা; **করোতি**—রূপান্তরিত করে; **এধাংসি**—জ্বালানি কাঠ; **ভস্ম-সাৎ**—ভস্মে; **তথা**—তদ্রূপ; **মৎ-বিষয়া**—আমার বিষয়ে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **এনাংসি**—পাপ; **কৃৎস্নশঃ**—সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, ঠিক যেমন জলন্ত অগ্নি জ্বালানী কাঠকে ভস্মে রূপান্তরিত করে, তেমনই ভক্তি, আমার ভক্তের কৃত পাপ সমূহকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মে পরিণত করে।

তাৎপর্য

আমাদের খুব ভালভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, ভগবান বলছেন, ভক্তি হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নির মতো। হরিনাম করার মাধ্যমে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে পাপকর্ম করতে থাকা একটি মহা অপরাধ। এই ধরনের অপরাধকারী ব্যক্তির ভক্তিকে কৃষ্ণপ্রেমের জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কোনও ঐকান্তিক প্রেমী ভক্ত, তাঁর অপরিপক্কতা হেতু বা পূর্বের খারাপ অভ্যাসের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপদ্রুত হতে পারেন। তবে ভক্ত যদি অবহেলা করে বা আগে থেকে প্রস্তুতি না নিয়ে আকস্মিকভাবে পতিত হন, ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁর পাপসমূহকে ভস্মসাৎ করেন, ঠিক যেমন জ্বলন্ত অগ্নি একখণ্ড নগণ্য কাঠকে ভস্মসাৎ করে। যিনি পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি তাঁর প্রতি ভক্তিযোগের অতুলনীয় সুফল লাভ করেন।

শ্লোক ২০

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥ ২০ ॥

ন—না; **সাধয়তি**—নিয়ন্ত্রণে আনে; **মাম্**—আমাকে; **যোগঃ**—যোগপদ্ধতি; **ন**—না; **সাংখ্যম্**—সাংখ্য দর্শনের পদ্ধতি; **ধর্মঃ**—বর্ণাশ্রম পদ্ধতির মাধ্যমে পুণ্যকর্ম; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **ন**—না; **স্বাধ্যায়ঃ**—বেদ অনুশীলন; **তপঃ**—তপস্যা; **ত্যাগঃ**—বৈরাগ্য; **যথা**—যেমন; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **মম**—আমার প্রতি; **উর্জিত**—উৎপন্ন।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমার প্রতি আমার ঐকান্তিক ভক্তের অর্পিত সেবা আমাকে তাদের বশীভূত করে। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন, সাংখ্য দর্শন, পুণ্য কর্ম, বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা বা বৈরাগ্য এসবের কোনওটির দ্বারাই আমি তেমন বশীভূত হই না।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো তার অষ্টাঙ্গযোগের লক্ষ্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারে, সাংখ্য দর্শনেও তা হতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ ভগবৎ-সেবার মতো তা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এই ভগবৎ-সেবা সম্পাদিত হয় ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তন এবং তাঁর মনোভীষ্ট পূরণের মাধ্যমে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *জ্ঞান-কর্মাদি অনাবৃতম্*—ভক্তের উচিত সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভর করা।

সকাম কর্ম বা মনোধর্মের দ্বারা তাঁর প্রেমময়ী ভগবৎ সেবা অনর্থক জটিল করে তোলা উচিত নয়। ব্রজবাসীরা শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভর করেন। যখন মহাসর্প অঘাসুর ব্রজে এসেছিল, রাখাল বালকদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বন্ধুত্ব এতই দৃঢ় ছিল যে, তারা নির্ভয়ে সেই মহাসর্পের মুখগহ্বরে প্রবেশ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই ধরনের শুদ্ধ ভালবাসাই কেবল তাঁকে ভক্তের বশীভূত করে।

শ্লোক ২১

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ২১ ॥

ভক্ত্যা—ভক্তিযোগের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **একয়া**—ঐকান্তিক; **গ্রাহ্যঃ**—আমি লভ্য হই; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাসের দ্বারা; **আত্মা**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রিয়ঃ**—প্রেমাস্পদ; **সতাম্**—ভক্তদের; **ভক্তিঃ**—শুদ্ধভক্তি; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **মৎ-নিষ্ঠা**—আমাকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে; **শ্ব-পাকান্**—চণ্ডাল; **অপি**—এমনকি; **সম্ভবাৎ**—নীচকুলে জন্মের কলুষ থেকে।

অনুবাদ

পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ঐকান্তিক প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবার মাধ্যমেই কেবল আমাকে লাভ করা যায়। আমি আমার ভক্তের নিকট স্বাভাবিকভাবেই প্রিয়। তাই তারা আমাকেই তাদের প্রেমময়ী সেবার একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এইরূপ শুদ্ধ ভগবৎ-সেবায় রত হয়ে, এমনকি চণ্ডালও তার নীচকুলে জন্মের কলুষ থেকে শুদ্ধ হতে পারে।

তাৎপর্য

সম্ভবাৎ বলতে বোঝায় *জাতি দোষাৎ* বা নিম্নকুলে জন্মের দোষ। জাতি দোষ বলতে, জাগতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা পেশাগত পর্যায়কে বোঝাচ্ছে না, বরং তার পারমার্থিক অগ্রগতির মাত্রাকে বোঝায়। সারা বিশ্ব জুড়ে বহু ধনী এবং ক্ষমতাশালী পরিবার রয়েছে, কিন্তু প্রায়ই তাদের পরিবারের তথাকথিত চিরাচরিত প্রথা হিসাবে বেশ কিছু জঘন্য অভ্যাস থাকে। অবশ্য, এমনকি দুর্ভাগা লোকেরা, যারা জন্ম থেকেই পাপ কর্ম শিখে এসেছে, তারাও ভক্তিযোগের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হতে পারে। এইরূপ ভগবৎ-সেবার একমাত্র লক্ষ্য থাকবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (*মন্নিষ্ঠা*), পূর্ণ বিশ্বাসে তা সম্পাদন করতে হবে (*শ্রদ্ধয়া*), আর তা হবে ঐকান্তিক অথবা নিঃস্বার্থ (*একয়া*)।

শ্লোক ২২

ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা ।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥ ২২ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **সত্য**—সত্য; **দয়া**—আর দয়া; **উপেতঃ**—ভূষিত; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **বা**—অথবা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **অন্বিতা**—ভূষিত; **মৎ-ভক্ত্যা**—আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা; **অপেতম্**—বঞ্চিত; **আত্মানম্**—চেতনা; **ন**—না; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **প্রপুনাতি**—পবিত্র করে; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে, সততা ও দয়া সমন্বিত ধর্ম-কর্মই হোক বা কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা লব্ধ জ্ঞানই হোক, কোনটিই মানুষের চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করতে পারে না।

তাৎপর্য

যদিও ধর্মীয় পুণ্যকর্ম, সত্যবাদিতা, দয়া, তপস্যা এবং জ্ঞান, এগুলি আংশিকভাবে আমাদের শুদ্ধতা প্রদান করে, এ সবের দ্বারা জড় বাসনার মূলোচ্ছেদ হয় না। একইভাবে সেই বাসনা পুনরায় এক সময় দেখা দেবে। জাগতিকভাবে অনেক ভোগ সুখের পরই কেউ তপস্যা, জ্ঞান আহরণ, নিঃস্বার্থ সেবা, এ সব করতে আগ্রহী হয়, আর তাতে সাধারণভাবে শুদ্ধ হওয়া যায়। যথেষ্ট পুণ্যকর্ম এবং শুদ্ধিকরণ করেও মানুষ পুনরায় জড়ভোগ সুখের প্রতি আগ্রহী হয়। যখন কোনও চাষের জমি পরিষ্কার করা হয়, তখন আগাছাগুলিকে অবশ্যই উপড়ে ফেলতে হবে, অন্যথায় বৃষ্টি হলে আগের মতো সবকিছুই পুনরায় গজিয়ে উঠবে। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি আমাদের জড় বাসনার মূলোচ্ছেদ করে, যার ফলে জড় ভোগের অধঃপতিত জীবনের পুনরাবৃত্তির ভয় আর থাকে না। ভগবানের নিত্য ধামে ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের মধ্যে প্রেমময় সম্পর্ক বর্তমান। যিনি জ্ঞানের এই পর্যায়ে উপনীত হতে পারেননি, তাঁকে অবশ্যই জড় স্তরে থাকতে হবে, যে স্তরটি সর্বদাই অসামঞ্জস্য আর বিরোধে পূর্ণ। এইভাবে প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবা ব্যতিরেকে সব কিছুই অসম্পূর্ণ।

শ্লোক ২৩

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা ।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

কথম্—কিভাবে; **বিনা**—ব্যতিরেকে; **রোম-হর্ষম্**—রোমাঞ্চ; **দ্রবতা**—গলিত; **চেতসা**—হৃদয়; **বিনা**—ব্যতিরেকে; **বিনা**—ছাড়াই; **আনন্দ**—আনন্দ; **অশ্রু-কলয়া**—অশ্রু ধারা; **শুদ্ধ্যেৎ**—শুদ্ধ হতে পারে; **ভক্ত্যা**—প্রেমময়ী সেবা; **বিনা**—ব্যতিরেকে; **আশয়ঃ**—চেতনা।

অনুবাদ

যদি রোমাঞ্চ না জাগে, তবে হৃদয় কীভাবে বিগলিত হবে? আর হৃদয় যদি বিগলিত না হয়, তবে কীভাবে প্রেমাশ্রু ধারা বইবে? দিব্য আনন্দে যদি কেউ ক্রন্দন না করে, তবে সে কীভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করবে? আর এইরূপ সেবা না করলে কীভাবে তার চেতনা পবিত্র হবে?

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা করাই হচ্ছে একমাত্র পথ, যাতে আমাদের চেতনা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। এই ধরনের সেবায় পরমানন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, ফলে আত্মা সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে উদ্ধবকে বলেছিলেন, আত্মসংযম, পুণ্যকর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা ইত্যাদি অবশ্যই মনকে পবিত্র করে, সে কথা বহু সৎশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সকল পন্থা নিষিদ্ধ কর্ম করার বাসনা বিদূরীত করে না। পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা এতই বলবতী যে, প্রগতি পথের যে কোন বাধাকে তা ভস্মীভূত করে। এই অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবা হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নির মতো, যা সমস্ত বাধা বিঘ্নকে ভস্মসাৎ করতে পারে। কিন্তু মনোধর্ম বা অষ্টাঙ্গ যোগের ক্ষুদ্র আগুন, পাপ বাসনার দ্বারা যে কোনও মুহূর্তে নিভে যেতে পারে। এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করে প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবার অগ্নি প্রজ্বলিত করতে হবে, যাতে জড় মায়ার সকল কার্যকলাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

শ্লোক ২৪

বাগ্‌গদগদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ ২৪ ॥

বাক্—বাক্য; **গদ্‌গদা**—গদ্‌গদ স্বরে; **দ্রবতে**—বিগলিত করে; **যস্য**—যার; **চিত্তম্**—হৃদয়; **রুদতি**—ক্রন্দন করে; **অভীক্ষ্ণম্**—পুনঃ পুনঃ; **হসতি**—হাসে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **চ**—এবং; **বিলজ্জঃ**—লজ্জিত; **উদ্‌গায়তি**—উচ্চৈস্বরে গান করেন;

নৃত্যতে—নৃত্য করেন; চ—এবং; মৎ-ভক্তি-যুক্তঃ—যে আমার প্রতি ভক্তিযোগে রত; ভুবনম্—ব্রহ্মাণ্ড; পুনাতি—পবিত্র করে।

অনুবাদ

যে ভক্তের বাক্যে গদ্‌গদ স্বর নির্গত হয়, যার হৃদয় বিগলিত হয়, যে রোদন করেই চলে, আবার কখনও কখনও হাসে, যে লজ্জা বোধ করে, যে উচ্চৈঃ স্বরে গান করে এবং নৃত্য করে—এইভাবে আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন ভক্ত সারা ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করে।

তাৎপর্য

বাগ্‌গদ্‌গদা বলতে উচ্চ ভাবপ্রবণ অবস্থাকে বোঝায়। এই অবস্থায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, এবং ভক্ত তাঁর ভাব প্রকাশ করে উঠতে পারেন না। *বিলজ্জঃ* বলতে ভক্ত কখনও কখনও তাঁর দৈহিক ক্রিয়াকলাপ বা পূর্বকৃত পাপ কর্মের জন্য লজ্জিত বোধ করেন, সেই অবস্থাকে বোঝায়। এই অবস্থায় ভক্ত, উচ্চঃস্বরে ভগবানের নামোচ্চারণ করে ক্রন্দন করেন, আবার কখনও কখনও দিব্য আনন্দে নৃত্য করেন। সেই জন্যই এখানে বলা হয়েছে, এইরূপ ভক্ত ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন।

হৃদয় বিগলিত হওয়ার মাধ্যমে, পারমার্থিক জীবনে ভক্ত অত্যন্ত সাবলীল হন। সাধারণত, যার হৃদয় সহজে বিগলিত হয়, তাকে দৃঢ় নয় এমনই ভাবা হয়; কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সমস্ত কিছুরই দৃঢ় ভিত্তি, যাঁর হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হয়, তিনি সর্বাপেক্ষা সাবলীল, তাঁকে বিরুদ্ধ যুক্তি, দৈহিক কষ্ট, মানসিক সমস্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হিংসুক লোকেদের হস্তক্ষেপেও বিব্রত করতে পারে না। তার কারণ, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিবিষ্ট ভক্ত, পরমেশ্বর ভগবানের হৃদয় স্বরূপ হয়ে ওঠেন।

শ্লোক ২৫

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্ ।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥ ২৫ ॥

যথা—যেমন; অগ্নিনা—অগ্নির দ্বারা; হেম—সোনা; মলম্—অশুদ্ধতা; জহাতি—ত্যাগ করে; ধ্মাতম্—যাদুযুক্ত ধাতু; পুনঃ—পুনরায়; স্বম্—তার নিজের; ভজতে—প্রবেশ করে; চ—এবং; রূপম্—রূপ; আত্মা—আত্মা বা চেতনা; চ—ও; কর্ম—সকাম কর্মের; অনুশয়ম্—ফলস্বরূপ কলুষ; বিধূয়—দূর করে; মৎ ভক্তি-যোগেন—

আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; ভজতি—ভজনা করেন; অথো—এইভাবে; মাম্—আমাকে।

অনুবাদ

সোনাকে আগুনে গলানোর ফলে যেমন তার অশুদ্ধতা দূর হয় এবং শুদ্ধ উজ্জ্বলতা ফিরে পায়, ঠিক তেমনই ভক্তিযোগের আগুনে নিমজ্জিত আত্মা, পূর্বের সকাম কর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হয় এবং চিন্ময় জগতে আমার সেবার যথার্থ অবস্থায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মত অনুসারে, ভক্ত যখন ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর আদি দিব্য দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সেই অবস্থাকেই এই শ্লোকে গলিত সোনার আদি শুদ্ধ রূপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। খাদযুক্ত সোনাকে জল বা সাবান দিয়ে শুদ্ধ করা যায় না। তেমনই, বাহ্যিক পদ্ধতির দ্বারা হৃদয়ের অশুদ্ধতা দূর করা যায় না। ভগবৎ-প্রেমের আগুনই কেবল আত্মাকে পবিত্র করে ভগবদ্ধামে প্রেরণ করতে পারে, যাতে আত্মা সেখানে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে পারে।

শ্লোক ২৬

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ ॥ ২৬ ॥

যথা যথা—যথা সম্ভব; **আত্মা**—আত্মা, জীব; **পরিমৃজ্যতে**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **অসৌ**—তিনি; **মৎ-পুণ্য-গাথা**—আমার মহিমার পুণ্যগাথা; **শ্রবণ**—শ্রবণের দ্বারা; **অভিধানৈঃ**—এবং কীর্তনের দ্বারা; **তথা তথা**—ঠিক সেই অনুসারে; **পশ্যতি**—তিনি দর্শন করেন; **বস্তু**—পরম সত্য; **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম, যেহেতু অপ্রাকৃত; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **যথা**—ঠিক যেমন; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **অঞ্জন**—অঞ্জনের দ্বারা; **সম্প্রযুক্তম্**—চিকিৎসিত।

অনুবাদ

ব্যাধিগ্রস্ত চক্ষু যখন অঞ্জন দ্বারা চিকিৎসিত হয়, সেই চক্ষু তখন ধীরে ধীরে তার দর্শন ক্ষমতা ফিরে পায়। তদ্রূপ, জীব যখন আমার গুণ মহিমা শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে আমার দিব্য রূপ সমন্বিত পরম সত্যকে দর্শন করার ক্ষমতা ফিরে পায়।

তাৎপর্য

ভগবানকে বলা হয় *সূক্ষ্মম্* কেননা তিনি হচ্ছেন জড়া শক্তির সংস্পর্শ রহিত শুদ্ধ চিন্ময় চেতনা। যখন কেউ গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গুণ মহিমা ও তাঁর পবিত্র নাম শ্রবণ-কীর্তন করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর মধ্যে দিব্য প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা যদি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করি, তৎক্ষণাৎ আমরা চিন্ময় জগৎ আর ভগবানের লীলা দর্শন করতে পারি। ডাক্তার যখন কোনও অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনেন, তখন অন্ধ ব্যক্তি সেই ডাক্তারের নিকট চিরকৃতজ্ঞ বোধ করেন। তেমনই আমরা কীর্তন করি—চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরু, আমাদের দিব্য দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। তাই তিনি আমাদের নিত্য প্রভু ও গুরু।

শ্লোক ২৭

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে ।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ২৭ ॥

বিষয়ান্—ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু; **ধ্যায়তঃ**—যিনি ধ্যান করছেন; **চিত্তম্**—চেতনা; **বিষয়েষু**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপাদানে; **বিষজ্জতে**—আসক্ত হয়; **মাম্**—আমাকে; **অনুস্মরতঃ**—যিনি নিরন্তর স্মরণ করছেন; **চিত্তম্**—চেতনা; **ময়ি**—আমাতে; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **প্রবিলীয়তে**—মগ্ন।

অনুবাদ

যার মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর চিন্তায় মগ্ন সেই মন অবশ্যই এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে জড়িত, কিন্তু কেউ যদি প্রতিনিয়ত আমার স্মরণ করে, তা হলে তার মন আমাতে নিমগ্ন হয়।

তাৎপর্য

আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, যান্ত্রিকভাবে কৃষ্ণভজনে রত হলেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, আমাদেরকে অবশ্যই নিরন্তর ভগবানকে স্মরণে রাখতে চেষ্টা করতে হবে। *অনুস্মরতঃ* বা নিরন্তর স্মরণ করা, তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করেন। তাই বলা হয়েছে, *শ্রবণম্ কীর্তনম্ স্মরণম্*—ভক্তিযোগের সূচনা হয় শ্রবণ (*শ্রবণম্*) এবং কীর্তন (*কীর্তনম্*) থেকে, আর তা থেকে আসে স্মরণ (*স্মরণম্*)। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত জড় ভোগের চিন্তা করে, সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তেমনই, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখেন, ভগবানের দিব্য

প্রকৃতিতে মগ্ন হন, তখন তিনি ভগবানের নিজ ধামে তাঁর ব্যক্তিগত সেবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্লোক ২৮

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্ ।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥ ২৮ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **অসৎ**—জড়; **অভিধ্যানম্**—মনোনিবেশের মাধ্যমে উন্নয়নের পন্থা; **যথা**—যেমন; **স্বপ্ন**—স্বপ্নে; **মনঃ-রথম্**—মনোধর্ম; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **ময়ি**—আমাতে; **সমাধৎস্ব**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; **মনঃ**—মন; **মৎ-ভাব**—আমার ভাবনায়; **ভাবিতম্**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

সুতরাং স্বপ্নসৃষ্ট স্বকপোল-কল্পিত উন্নয়নের সমস্ত প্রকার জড় পদ্ধতি পরিত্যাগ করে মানুষের উচিত সম্পূর্ণরূপে আমার ভাবনায় ভাবিত হওয়া। প্রতিনিয়ত আমার চিন্তা করার মাধ্যমে সে শুদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

ভাবিতম্ শব্দটিতে বোঝায় "ঘটানো হয়েছিল।" *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, ভৌতিক অবস্থাটি হচ্ছে অনিশ্চিত পর্যায়, যেখানে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি ও বিনাশের উপদ্রব লেগেই থাকে। যিনি কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হন, তিনি অবশ্য কৃষ্ণের ভাব প্রাপ্ত হন এবং তাই তাঁকে বলা হয় *মদ্ভাবভাবিতম্* বা কৃষ্ণভাবনাময় যথার্থ অবস্থায় অধিষ্ঠিত। শ্রীভগবান এখানে মানব জীবনের বিভিন্ন প্রকারের সিদ্ধির পন্থা বর্ণনার উপসংহার প্রদান করেছেন।

শ্লোক ২৯

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্ ।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥ ২৯ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীলোকেদের; **স্ত্রী**—স্ত্রীলোকের প্রতি; **সঙ্গিনাম্**—যারা আসক্ত অথবা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **দূরতঃ**—দূরে; **আত্মবান্**—আত্মসচেতন; **ক্ষেমে**—নির্ভয়; **বিবিক্তে**—ভিন্ন বা নির্জন স্থানে; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট; **চিন্তয়েৎ**—মনোনিবেশ করা উচিত; **মাম্**—আমাতে; **অতন্দ্রিতঃ**—অত্যন্ত যত্নসহকারে।

অনুবাদ

আত্ম সচেতন ব্যক্তির উচিত স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগ করা। নির্জন স্থানে নির্ভয়ে উপবেশন করে পরম যত্ন সহকারে মনকে আমাতে নিবিষ্ট করা উচিত।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তির স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তাদের প্রতি আসক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে তাঁর ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার দৃঢ়নিষ্ঠায় ভাঁটা পড়বে। কামুক ব্যক্তির সঙ্গ করার ফলও হয় অনুরূপ। তাই তাঁকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি নির্ভয়ে নির্জন স্থানে অথবা যেখানে পারমার্থিক আত্মহত্যাকারী কামুক পুরুষ এবং স্ত্রীলোক নেই সেখানে উপবেশন করবেন। জীবনে ব্যর্থতা বা দুঃখের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁর উচিত নৈষ্ঠিক ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গে থাকা। *অতন্দ্রিত* বলতে বোঝায়, এই নিয়মগুলি সম্পর্কে আপস না করে বরং আরও কঠোর এবং সতর্ক হওয়া। আত্মবান বা আত্মাকে ব্যবহারিকভাবে উপলব্ধি করতে দৃঢ়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল এই সকল সম্ভব।

শ্লোক ৩০

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসোযথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৩০ ॥

ন—না; **তথা**—সেরূপ; **অস্য**—তার; **ভবেৎ**—হতে পারে; **ক্লেশঃ**—ক্লেশ; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **চ**—এবং; **অন্য-প্রসঙ্গতঃ**—অন্য যে কোনও আসক্তি থেকে; **যোষিৎ**—স্ত্রীলোকের; **সঙ্গাৎ**—আসক্তি থেকে; **যথা**—যেমন; **পুংসঃ**—পুরুষের; **যথা**—তদ্রূপ; **তৎ**—স্ত্রীলোকের প্রতি; **সঙ্গি**—আসক্তদের; **সঙ্গতঃ**—সঙ্গ থেকে।

অনুবাদ

বিভিন্ন প্রকার আসক্তির ফলে যে সমস্ত দুঃখ এবং বন্ধন উৎপন্ন হয়, তাদের কোনটিই স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি এবং স্ত্রীসঙ্গীর প্রতি আসক্তির ফলে যেরূপ দুঃখ ও বন্ধন উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা অধিক নয়।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য আমাদের গভীরভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত। জ্ঞানী এবং ভদ্র ব্যক্তি কামুকী স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এলে আপনা আপনি সতর্ক হয়ে যান। কামুক ব্যক্তির সঙ্গ প্রভাবে, সেই একই মানুষ হয়তো সমস্ত প্রকার সামাজিকতা করতে শুরু করবেন, আর ফল স্বরূপ তাদের ভ্রষ্ট মনোভাবের দ্বারা কলুষিত হতে পারেন। কামুক পুরুষের সঙ্গ অনেক সময় স্ত্রীসঙ্গ

অপেক্ষা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তাই সর্বতোভাবে বর্জনীয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু শ্লোকে জড় কাম বাসনার মাদকতা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। কামুক ব্যক্তি ঠিক নৃত্যরত কুকুরের মতোই হয়ে যায়। কেননা, কামদেবের প্রভাবে সে তার সমস্ত গাম্ভীর্য, বুদ্ধিমত্তা এবং জীবন পথের নির্দেশনা, সবকিছু হারিয়ে ফেলে। ভগবান এখানে সতর্ক করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি মায়াময়ী স্ত্রীরূপের নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে এই জীবন এবং পরবর্তী জীবনেও অসহ্য দুঃখ ভোগ করে।

শ্লোক ৩১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বা যদাত্মকম্ ।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যথা**—কিভাবে; **তাম্**—আপনি; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে অরবিন্দাক্ষ কৃষ্ণ; **যাদৃশম্**—বিশেষ কি প্রকারের; **বা**—অথবা; **যৎ-আত্মকম্**—কি বিশেষ রূপে; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **মুমুক্ষুঃ**—মুক্তিকামী; **এতৎ**—এই; **মে**—আমাকে; **ধ্যানম্**—ধ্যান; **ত্বম্**—আপনি; **বক্তুম্**—বলতে বা ব্যাখ্যা করতে; **অর্হসি**—পার।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন, প্রিয় অরবিন্দাক্ষ কৃষ্ণ, মুক্তিকামী ব্যক্তি কী পদ্ধতিতে আপনার ধ্যান করবেন। তাঁর ধ্যান বিশেষ কী ধরনের হওয়া উচিত, এবং কোন্ রূপের ধ্যান তিনি করবেন? অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে এই ধ্যানের বিষয়ে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান বিস্তারিতভাবে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভক্ত সঙ্গে তাঁর প্রতি প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবা ব্যতিরেকে, আত্মোপলব্ধির কোনও পন্থাতেই কাজ হবে না। সুতরাং, প্রশ্ন আসতে পারে যে, উদ্ধব কেন ধ্যানের পদ্ধতি সম্বন্ধে পুনরায় প্রশ্ন করছেন। আচার্যগণ ব্যাখ্যা করছেন যে, অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা উৎকর্ষ না দেখা পর্যন্ত মানুষ ভক্তিযোগের সৌন্দর্য এবং পূর্ণতার প্রশংসা পূর্ণরূপে করতে পারে না। তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভক্তরা ভক্তিযোগের প্রশংসায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট বোধ করেন। এটাও বুঝতে হবে যে, যদিও উদ্ধব মুমুক্ষুদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন, তিনি নিজে মুমুক্ষু বা মুক্তিকামী নন; বরং তিনি প্রশ্ন করছেন, যাঁরা এখনও ভগবৎ-প্রেমের পর্যায়ে উপনীত হননি তাঁদের জন্য। উদ্ধব এই জ্ঞান লাভ করতে

চান, তাঁর ব্যক্তিগত প্রশংসার জন্য এবং যারা মুক্তিকামী, তাদেরকে রক্ষা করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে।

শ্লোক ৩২-৩৩

শ্রীভগবানুবাচ

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্ ।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥
প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ ।
বিপর্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সমে**—সমান; **আসনে**—আসনে; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **সমকায়ঃ**—শরীরকে লম্বভাবে অবস্থিত করে; **যথা-সুখম্**—সুখাসনে উপবিষ্ট হয়ে; **হস্তৌ**—দুই হাত; **উৎসঙ্গে**—কোলে; **আধায়**—স্থাপন করে; **স্ব-নাস-অগ্র**—নিজের নাসাগ্রে; **কৃত**—নিবিষ্ট করে; **ঈক্ষণঃ**—দৃষ্টিপাত; **প্রাণস্য**—নিঃশ্বাসের; **শোধয়েৎ**—শোধন করা উচিত; **মার্গম্**—মার্গ; **পূর-কুম্ভক-রেচকৈঃ**—যান্ত্রিকভাবে শ্বাস প্রঃশ্বাসের ব্যায়ামের মাধ্যমে বা প্রাণায়াম; **বিপর্যয়েণ**—বিপরীত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যেমন রেচক, কুম্ভক এবং পুরক; **অপি**—ও; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে; **অভ্যসেৎ**—প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত; **নির্জিত**—সংযত হয়ে; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—অতিরিক্ত উচু বা নীচু নয়, সমতল বিশিষ্ট একটি আসনে উপবিষ্ট হয়ে, শরীরটিকে আরামদায়ক এবং লম্বভাবে উপবেশন করিয়ে হাত দুটিকে কোলের উপর স্থাপন করে এবং নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পুরক, কুম্ভক ও রেচকের মাধ্যমে শ্বাসের পথগুলি শুদ্ধ করতে হয়, তারপর ঐ পদ্ধতি বিপরীতভাবে অভ্যাস করতে হবে (রেচক, কুম্ভক, পুরক)। ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে এনে, পর্যায়ক্রমে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত।

তাৎপর্য

এই পদ্ধতি অনুসারে, করতল দুটিকে উপরদিকে রেখে একটির ওপর অপরটি স্থাপন করতে হবে। এইভাবে মনের স্থিরতা আনয়নের জন্য, মানুষ যান্ত্রিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে, প্রাণায়াম অভ্যাস করতে পারে। সে কথা যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অন্তর্লক্ষ্যো বহির্দৃষ্টিঃ স্থিরচিত্ত সুসঙ্গতঃ অর্থাৎ "বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষুগুলিকে অন্তর্দৃষ্টি করতে হবে, এইভাবে মন, স্থির এবং পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে।

শ্লোক ৩৪

হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ ।
প্রাণেনোদীর্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্ ॥ ৩৪ ॥

হৃদি—হৃদয়ে; **অবিচ্ছিন্নম্**—নিরবচ্ছিন্নভাবে, প্রতিনিয়ত; **ওঙ্কাম্**—পবিত্র ধ্বনি-ওঁ; **ঘণ্টা**—ঘণ্টার মতো; **নাদম্**—শব্দ; **বিস-উর্ণ-বৎ**—পদ্মের নালের তন্তুর মতো; **প্রাণেন**—প্রাণবায়ুর দ্বারা; **উদীর্য**—উপরে উঠিয়ে; **তত্র**—সেখানে (বারো আঙ্গুল দূরে); **অথ**—এইভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **সংবেশয়েৎ**—একত্রিত করা উচিত; **স্বরম্**—অনুস্বার থেকে উৎপন্ন পনের প্রকারের স্বর।

অনুবাদ

মূলাধার চক্র থেকে শুরু করে, হৃদয়ের যে স্থানে ঘণ্টা ধ্বনির মতো পবিত্র ওঁ অবস্থিত রয়েছে, সেখান পর্যন্ত, পদ্মের নালের তন্তুর মতো প্রাণবায়ুকে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে পবিত্র ওঙ্কারকে আরও দ্বাদশ আঙ্গুল উর্ধ্বে উপনীত করলে, তা সেখানে অবস্থিত অনুস্বারজাত পনেরটি ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়।

তাৎপর্য

মনে হচ্ছে যোগপদ্ধতি কিয়ৎ পরিমাণে কলাকৌশলমূলক, আর তা সম্পাদন করা কঠিন। অনুস্বার বলতে বোঝায় অনুনাসিক শব্দ, যেগুলি পনেরটি সংস্কৃত স্বরবর্ণের পর উচ্চারিত হয়। এই পদ্ধতির পূর্ণ ব্যাখ্যা অত্যন্ত জটিল, তা স্বাভাবিকভাবেই এ যুগের জন্য উপযুক্ত নয়। এই বর্ণনা থেকে আগের যুগের মানুষ দুর্বোধ্য যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে যে সূক্ষ্ম স্তর পর্যন্ত উপনীত হতেন তার আমরা প্রশংসা করতে পারি । এইরূপ প্রশংসা সত্ত্বেও আমাদেরকে এযুগের জন্য অনুমোদিত প্রামাণিক ও সরল ধ্যান পন্থা—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, এই মন্ত্র জপের মাধ্যমে ধ্যানের প্রতি দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠা পরায়ণ হতে হবে।

শ্লোক ৩৫

এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ ।
দশকৃত্বস্ত্রিষবণং মাসাদর্বাগ্ জিতানিলঃ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; প্রণব—ওঁ অক্ষরের দ্বারা; সংযুক্তম্—সংযুক্ত; প্রাণম্—দেহের বায়ুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাণায়াম পদ্ধতি; এব—বস্তুতঃ; সমভ্যসেৎ—সযত্নে অভ্যাস করা উচিত; দশ-কৃত্বঃ—দশবার; ত্রি-যবণম্—সূর্যোদয়ে, দুপুরে ও সন্ধ্যায়; মাসাৎ—একমাস; অর্বাক্—পরে; জিত—জয় করবে; অনিলঃ—প্রাণবায়ু।

অনুবাদ

ওঙ্কারে নিবিষ্ট হয়ে, সূর্যোদয়ে, দুপুরে এবং সূর্যাস্তে দশবার করে যত্ন সহকারে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। এইভাবে একমাস পরে তিনি প্রাণবায়ুকে বশে আনতে পারবেন।

শ্লোক ৩৬-৪২

হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্ধ্বনালমধোমুখম্ ।
ধ্যাত্বোর্ধ্বমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ।
কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তরম্ ॥ ৩৬ ॥
বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলম্ ।
সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্ ॥ ৩৭ ॥
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্ ।
সমানকর্ণ বিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩৮ ॥
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৩৯ ॥
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্ ।
দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্ ॥ ৪০ ॥
সর্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্ ।
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্বাঙ্গেষু মনো দধৎ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্বতঃ ॥ ৪২ ॥

হৃৎ—হৃদয়ে; পুণ্ডরীকম্—পদ্মফুল; অন্তঃ-স্থম্—দেহের মধ্যে অবস্থিত; ঊর্ধ্ব নালম্—পদ্মের নাল স্থাপন করে; অধঃ-মুখম্—অর্ধনিমিলিত চক্ষে [illegible] দৃষ্টি নিবদ্ধ করে; ধ্যাত্বা—মনকে ধ্যানে নিবিষ্ট করে; ঊর্ধ্ব মুখম্—উজ্জীবিত; উন্নিদ্রম্—জাগ্রত; অষ্ট-পত্রম্—অষ্টদল স্থাপন; সকর্ণিকম্—পদ্মের কর্ণিকাসহ; কর্ণিকায়াম্—

কর্ণিকার মধ্যে; **ন্যসেৎ**—মনোনিবেশের দ্বারা স্থাপন করবে; **সূর্য**—সূর্য; **সোম**—চন্দ্র; **অগ্নীন্**—আর অগ্নি; **উত্তর-উত্তরম্**—উত্তরোত্তর, একের পর এক; **বহ্নি-মধ্যে**—আগুনের মধ্যে; **স্মরেৎ**—ধ্যান করা উচিত; **রূপম্**—রূপের উপর; **মম**—আমার; **এতৎ**—এই; **ধ্যানমঙ্গলম্**—মঙ্গলময় ধ্যেয় বস্তু; **সমম্**—সম, সর্বাঙ্গ সমানুপাতে; **প্রশান্তম্**—ভদ্র; **সু-মুখম্**—হাস্যোজ্জ্বল; **দীর্ঘ-চারু-চতুর্ভুজম্**—সুন্দর, দীর্ঘ চতুর্ভুজ; **সু-চারু**—মনোরম; **সুন্দর**—সুন্দর; **গ্রীবম্**—গ্রীবা; **সু-কপোলম্**—সুন্দর ললাট; **শুচি-স্মিতম্**—শুদ্ধ মৃদু হাস্যযুক্ত; **সমান**—সমান; **কর্ণ**—দুই কর্ণে; **বিন্যস্ত**—অবস্থিত; **স্ফুরৎ**—অত্যন্ত উজ্জ্বল; **মকর**—মকরাকৃতি; **কুণ্ডলম্**—কর্ণকুণ্ডলদ্বয়; **হেম**—স্বর্ণবর্ণের; **অম্বরম্**—পোশাক; **ঘনশ্যামম্**—ঘনশ্যামবর্ণের; **শ্রী-বৎস**—ভগবানের বক্ষস্থ অনুপম কুঞ্চিত লোমাবলী; **শ্রী-নিকেতনম্**—লক্ষ্মীদেবীর ধাম; **শঙ্খ**—শঙ্খ দিয়ে; **চক্র**—সুদর্শন চক্র; **গদা**—গদা; **পদ্ম**—পদ্ম; **বনমালা**—এবং একটি বনমালা; **বিভূষিতম্**—বিভূষিত; **নূপুরৈঃ**—নূপুর ও বালা দ্বারা; **বিলসৎ**—দ্যুতিমান; **পাদম্**—পাদপদ্ম; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণির; **প্রভয়া**—প্রভাব দ্বারা; **যুতম্**—যুক্ত; **দ্যুমৎ**—জ্যোতিষ্মান; **কিরীট**—চূড়া বা শিরস্ত্রাণ; **কটক**—হাতে পরার সোনার বালা; **কটি-সূত্র**—কোমর-বন্ধ; **অঙ্গদ**—বালা; **আযুতম্**—সজ্জিত; **সর্বঅঙ্গ**—সর্বাঙ্গ; **সুন্দরম্**—সুন্দর; **হৃদ্যম্**—মনোরম; **প্রসাদ**—সদয়; **সু-মুখ**—মৃদু হাস্যযুক্ত; **ঈক্ষণম্**—তাঁর কৃপাদৃষ্টি; **সু-কুমারম্**—অত্যন্ত কোমল ও সুন্দর; **অভিধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **সর্ব-অঙ্গেষু**—সর্বাঙ্গে; **মনঃ**—মন; **দধৎ**—স্থাপন করে; **ইন্দ্রিয়াণী**—জড় ইন্দ্রিয়সমূহ; **ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ**—ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তু থেকে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **আকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **তৎ**—সেই; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **সারথিনা**—রথের সারথির মতো; **ধীরঃ**—গম্ভীর ও আত্মসংযত; **প্রণয়েৎ**—দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া; **ময়ি**—আমাতে; **সর্বতঃ**—সর্বাঙ্গে।

অনুবাদ

আমাদের উচিত অর্ধনিমীলিত নেত্রে নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, উজ্জীবিত ও সচেতনভাবে হৃৎপদ্মের ধ্যান করা। এই পদ্মের আটটি পাপড়ি রয়েছে এবং এটি একটি দণ্ডায়মান পদ্মের নালের ওপর অবস্থিত। এই পদ্মের কর্ণিকার ওপর সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিকে একের পর এক অধিষ্ঠিত করে, তাদের ধ্যান করতে হবে। আমার দিব্য রূপকে অগ্নির মধ্যে স্থাপন করে, সমস্ত ধ্যানের মঙ্গলময় লক্ষ্য হিসাবে ধ্যান করবে। সেই রূপ হচ্ছে সম্পূর্ণ সমানুপাতিক, ভদ্র এবং আনন্দময়। তাঁর থাকবে সুন্দর, দীর্ঘ চতুর্ভুজ, একটি মনোরম, সুন্দর গ্রীবা, সুন্দর ললাট, শুদ্ধ মৃদু হাস্যযুক্ত, উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল কর্ণদ্বয়কে বিভূষিত করবে। সেই সুন্দর

রূপ হবে ঘনশ্যাম বর্ণের এবং তাঁর পরিধানে থাকবে স্বর্ণাভ হলুদ রঙের রেশম বস্ত্র। সেই রূপের বক্ষদেশ হচ্ছে শ্রীবৎস এবং লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল, আর সেই রূপ থাকবে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং বনমালা দ্বারা বিভূষিত। উজ্জ্বল পাদপদ্মদ্বয় নূপুর ও বলয় শোভিত, আর তা হবে কৌস্তুভ মণি ও জ্যোতির্ময় চূড়া সমন্বিত। কোমরে শোভা পাচ্ছে স্বর্ণ নির্মিত কোমরবন্ধ, এবং হস্তদ্বয় মূল্যবান বলয়সমূহ দ্বারা শোভিত। তাঁর সুন্দর অঙ্গসমূহ হৃদয়কে আকৃষ্ট করে এবং তাঁর মুখমণ্ডল সুন্দর কৃপাদৃষ্টি সমন্বিত। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিরত করে, গম্ভীর ও আত্মসংযত হয়ে বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মনকে দৃঢ়ভাবে আমার দিব্যরূপের অঙ্গসমূহের প্রতি নিবিষ্ট করতে হবে। এইভাবে আমার পরম কমনীয় দিব্যরূপের ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

উদ্ধব, মুক্তিকামীদের ধ্যানের যথার্থ পদ্ধতি, প্রকার এবং লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তার উত্তর প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৪৩

তৎ সর্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্ ॥ ৪৩ ॥

তৎ—সুতরাং; সর্ব—সর্বাঙ্গে; ব্যাপকম্—বিস্তৃত; চিত্তম্—চেতনা; আকৃষ্য—আকর্ষণ করে; একত্র—একত্রে; ধারয়েৎ—নিবিষ্ট করা উচিত; ন—না; অন্যানি—অন্য অঙ্গসমূহ; চিন্তয়েৎ—ধ্যান করা উচিত; ভূয়ঃ—পুনরায়; সু-স্মিতম্—অপূর্ব মৃদু হাস্য বা হাস্যযুক্ত; ভাবয়েৎ—মনোনিবেশ করা উচিত; মুখম্—মুখ।

অনুবাদ

ভগবানের দিব্যরূপের অঙ্গসমূহ থেকে তার চেতনাকে ফিরিয়ে নিয়ে, তখন তার উচিত ভগবানের অপূর্ব হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলের ধ্যান করা।

শ্লোক ৪৪

তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

তত্র—এইরূপ ভগবানের মুখমণ্ডলের ধ্যানে; লব্ধ-পদম্—অধিষ্ঠিত হয়ে; চিত্তম্—চেতনা; আকৃষ্য—প্রত্যাহার করে; ব্যোম্নি—আকাশে; ধারয়েৎ—ধ্যান করা উচিত; তৎ—ভৌতিক প্রকাশের কারণরূপে আকাশের ধ্যান করা; চ—এবং; ত্যক্ত্বা—ত্যাগ

করে; **মৎ**—আমাতে; **আরোহঃ**—আরোহণ করে; **ন**—না; **কিঞ্চিৎ**—কোনও কিছু; **অপি**—সর্বোপরি; **চিন্তয়েৎ**—চিন্তা করা উচিত।

অনুবাদ

ভগবানের মুখমণ্ডলের ধ্যানে অধিষ্ঠিত হলে, তার চেতনাকে প্রত্যাহার করে, আকাশে নিবিষ্ট করতে হবে। তারপর এইরূপ ধ্যান পরিত্যাগ করে, আমাতে অধিষ্ঠিত হয়ে, সমস্ত প্রকার ধ্যানই ত্যাগ করতে হবে।

তাৎপর্য

শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হলে, "আমি ধ্যান করছি আর এই হচ্ছে আমার ধ্যেয় বস্তু" এইরূপ দ্বন্দ্বভাব দূর হয়ে যায়, আর তখন তিনি ভগবানের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কের স্তরে উপনীত হন। প্রতিটি জীব আসলে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। যখন তাঁর সেই বিস্মৃত নিত্য সম্পর্ক জাগরিত হয়, তখন তিনি পরম সত্যের স্মৃতি অনুভব করতে পারেন। সেই স্তরে, যা এখানে বর্ণিত হয়েছে *মৎ আরোহঃ*, তিনি নিজেকে ধ্যান কর্তা বা ভগবানকে কেবল ধ্যেয় বস্তু বলে আর মনে করেন না, বরং তিনি চিদাকাশে প্রবেশ করে নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময় জীবনে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রেমময়ী সম্পর্কে অধিষ্ঠিত হন।

মূলতঃ উদ্ধব মুক্তিকামীদের ধ্যানের পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। *লব্ধ পদম্* শব্দটিতে বোঝায়, যখন কেউ ভগবানের মুখমণ্ডলে মন নিবিষ্ট করেন, তখন তিনি পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পরবর্তী স্তরে জীব আদি পুরুষ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন। আমি ধ্যান করছি এইরূপ ধারণা ত্যাগ করার মাধ্যমে ভক্ত মায়ার অবশিষ্ট অংশটুকু থেকেও মুক্ত হন, এবং তিনি ভগবানকে সম্যকরূপে দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৫

এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি ।
বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্ ॥ ৪৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সমাহিত**—সম্পূর্ণ নিবিষ্ট; **মতিঃ**—চেতনা; **মাম্**—আমাকে; **এব**—বস্তুতঃ; **আত্মানম্**—আত্মা; **আত্মনি**—আত্মার মধ্যে; **বিচষ্টে**—দর্শন করেন; **ময়ি**—আমাতে; **সর্ব-আত্মন্**—পরমেশ্বর ভগবান; **জ্যোতিঃ**—সূর্যকিরণ; **জ্যোতিষি**—সূর্যের মধ্যে; **সংযুতম্**—মিলিত।

অনুবাদ

যে তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে নিবিষ্ট করেছে, তার উচিত নিজের আত্মার মধ্যে আমাকে দেখা, এবং পরমপুরুষ ভগবানের মধ্যে তার নিজের আত্মাকে

দেখা। এইভাবে সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, তেমনই সে দেখবে আত্মা পরম আত্মার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ।

তাৎপর্য

চিজ্জগতে সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে জ্যোতিষ্মান, কেননা চিৎবস্তু স্বভাবতই সেইরূপ। এইভাবে যখন কেউ বুঝতে পারেন যে, আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ, সেই অভিজ্ঞতাকে সূর্য থেকে নির্গত সূর্য কিরণ দেখার সঙ্গে তুলনা করা চলে। পরমেশ্বর ভগবান জীবের মধ্যে রয়েছেন, আবার একই সঙ্গে জীব রয়েছে ভগবানের মধ্যে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ কর্তা ও পালন কর্তা ভগবান, জীব নন। কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে, পরমেশ্বর ভগবানকে সবকিছুর মধ্যে এবং সবকিছুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারলে, প্রত্যেকেই কত সুখীই না হতে পারত। কৃষ্ণভাবনামৃতে মুক্তজীবন এতই আনন্দদায়ক যে, এইরূপ চেতনাবিহীন থাকাই মহা দুর্ভাগ্য। শ্রীকৃষ্ণ করুণাবশতঃ কৃষ্ণভাবনার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করছেন, আর ভাগ্যবান ব্যক্তিরা ভগবানের অকপট বাণী উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্লোক ৪৬

ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ ।
সংযাস্যত্যাশু নির্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ ॥ ৪৬ ॥

ধ্যানেন—ধ্যানের দ্বারা; **ইত্থম্**—যেমনটি বর্ণিত হয়েছে; **সুতীব্রেণ**—গভীরভাবে নিবিষ্ট; **যুঞ্জতঃ**—অভ্যাসরত ব্যক্তির; **যোগিনঃ**—যোগীর; **মনঃ**—মন; **সংযাস্যতি**—একত্রে যাবে; **আশু**—শীঘ্র; **নির্বাণম্**—শেষ করতে; **দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়া**—জড় দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার অনুভূতি ভিত্তিক; **ভ্রমঃ**—মিথ্যা পরিচিতি।

অনুবাদ

যোগী যখন এইরূপ গভীর মনোনিবেশ সহকারে ধ্যানস্থ হয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তার জড় দ্রব্য জ্ঞান এবং ক্রিয়াত্মক মিথ্যা পরিচিতি খুব সত্বর তিরোহিত হয়।

তাৎপর্য

মিথ্যা জড় পরিচিতির ফলে আমরা আমাদের দেহ এবং মন, অন্যদের দেহ ও মন, আর অতিপ্রাকৃত জড় নিয়ন্ত্রণ এই সমস্তকেই চরম বাস্তব বলে মনে করি। অতিপ্রাকৃত নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় দেবতাদের শরীর ও মন, যাঁরা হচ্ছেন পরমপুরুষ ভগবানের বিনীত সেবক। এমনকি মহা শক্তিশালী সূর্য, যিনি অভাবনীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তিনিও আনুগত্য সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাঁর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেন।

এই অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে দেখা গেল যে, হঠযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, এই সবই ভক্তিযোগের অংশ, ভিন্নভাবে এদের কোনও অস্তিত্ব নেই। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, কেউ যদি তাঁর ধ্যান বা যোগাভ্যাসের সিদ্ধিলাভ করতে চান, তবে তাঁকে এক সময় না এক সময় শুদ্ধভক্তির স্তরে আসতেই হবে। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ভক্তিযোগের পরিপক্ক স্তরে, ভক্ত ধ্যানকর্তা এবং ধ্যেয়রূপ দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরম সত্য ভগবানের সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন করতে শুরু করেন।

ভক্তিযোগের এইরূপ ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিক, কেননা সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা থেকেই উদ্ভূত হয়। যখন কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় সেবক রূপে তাঁর প্রকৃত স্বভাব পুনর্জাগরিত করেন, তখন অন্যান্য যোগপদ্ধতিগুলি আর তাঁর নিকট আকর্ষণীয় বলে বোধ হয় না। ভগবান তাঁর উপদেশ প্রদান করার পূর্ব থেকেই উদ্ধব ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত। সুতরাং আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, যোগাভ্যাসের যান্ত্রিক অনুশীলনের জন্য এখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদত্বের পরমপদ ত্যাগ করবেন। ভক্তিযোগ বা ভগবৎসেবা এতই উন্নত যে, তা অনুশীলনের প্রাথমিক স্তরেই ভক্তকে মুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়, কেননা ভক্তের সমস্ত কার্যকলাপ ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু নির্দেশনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। হঠযোগে তাকে দৈহিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চিন্তিত থাকতে হয়, আর জ্ঞানযোগে মনোধর্মী জ্ঞান নিয়ে চিন্তা করতে হয়। উভয় পদ্ধতিতেই যোগী নিঃস্বার্থভাবে প্রচেষ্টা চালান, যাতে তিনি একজন মহাযোগী বা দার্শনিক হতে পারেন। এইরূপ অহংকারযুক্ত ক্রিয়াকলাপকে এই শ্লোকে *ক্রিয়া* বলে অভিহিত করা হয়েছে। দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়াত্মক মায়াময় উপাধি পরিত্যাগ করে আমাদের উচিত প্রেমময়ী ভগবৎসেবার স্তরে উপনীত হওয়া।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগ পদ্ধতি বর্ণন' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।